দেশের অর্থের যোগানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল ব্যাঙ্ক-ঋণ। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যাঙ্ক-ঋণের নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়। অর্থের যোগান অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। তখন ব্যাঙ্ক-ঋণের নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়। তেমনি মুদ্রা সংকোচনের সময় বা দেশে মন্দা অবস্থার সময় ব্যাঙ্ক-ঋণের যোগান বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। ব্যাঙ্ক-ঋণের এই যোগান হ্রাস বা বৃদ্ধি করার দায়িত্ব হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের। এর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে কতকগুলি অস্ত্র (Weapon) থাকে যার দ্বারা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই অস্ত্র বা পদ্ধতিগুলিকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণ-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলা হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের এই ঋণ-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়— (1) পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ (Quantitative Restrictions) এবং (2) গুণগত নিয়ন্ত্রণ (Qualitative Restrictions)। এখন এই ঋণ-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ঃ

(1) পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ঃ

(a) ব্যাঙ্ক রেট বা ব্যাঙ্ক হার (Bank Rate) ঃ

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে ন্যূনতম হারে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের বিল পুনর্বাট্টা (Rediscounting of bills) করে সেই হারকেই বলা হয় ব্যাঙ্ক হার বা ব্যাঙ্ক রেট। খুব সহজ করে বলা যায়, যে ন্যূনতম সুদের হারে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণদান করে—একেই ব্যাঙ্ক রেট বলে। আর বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যে সুদের হারে বাজারে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা বিনিয়োগকারীদের ঋণদান করে তাকে বলা হয় বাজারের সুদের হার (Market Rate of Interest) ব্যাঙ্ক রেটের সঙ্গে বাজারের সুদের হারের এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ব্যাঙ্ক রেট বৃদ্ধি পেলে বাজারের সুদের হার হ্রাস পায়। মুদ্রাস্ফীতির সময়

দেশে ঋণের পরিমাণ হ্রাস করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক-রেট বৃদ্ধি করে। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি তাদের প্রদত্ত ঋণের জন্য সুদের হার বৃদ্ধি করে, অর্থাৎ বাজারের সুদের হারের বৃদ্ধি ঘটে। বাজারের সুদের হার বৃদ্ধি পেলে ঋণের চাহিদা হ্রাস পায়। ফলে দেশে মোট ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণও হ্রাস পায়। পক্ষান্তরে, মুদ্রা সংকোচনের সময় দেশে ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক-রেট হ্রাস করে। ব্যাঙ্ক রেট হ্রাস পেলে বাজারের সুদের হারও হ্রাস পায়। বাজারে ব্যাঙ্ক ঋণের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং ফলে দেশে মোট ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এইভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক-রেট বৃদ্ধির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতির এবং ব্যাঙ্ক রেট হ্রাসের মাধ্যমে মুদ্রাসংকোচনের মোকাবিলা করে থাকে।

(b) খোলাবাজারি কারবার (Open Market Operation) ঃ

খোলাবাজারি কারবার বলতে বোঝায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক সরকারি ঋণপত্র, সিকিউরিটি, বিল ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করা। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক জনসাধারণের কাছে এই ঋণপত্র বিক্রয় করলে জনসাধারণ তাদের ব্যাঙ্ক আমানত থেকে টাকা তুলে এই সব ক্রয় করে। ফলে ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ হ্রাস পায়। ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় ব্যাঙ্কের ঋণদানের ক্ষমতাও সংকুচিত হয়। ফলে, দেশে সমগ্র ঋণের পরিমাণ হ্রাস পায়। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য এই কারণেই খোলাবাজারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই সমস্ত ঋণপত্র বিক্রয় করে থাকে। আবার ঋণের সম্প্রসারণের প্রয়োজন হলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই ঋণপত্র ক্রয় করে। ফলে জনসাধারণের হাতে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পায়। ব্যাঙ্ক আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে ব্যাঙ্কগুলির ঋণদানের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং দেখা যায় যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এইভাবে খোলাবাজারি কার্যকলাপের মাধ্যমে দেশের ঋণের যোগানের হ্রাসবৃদ্ধির দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি এবং মুদ্রা সংকোচন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

(c) পরিবর্তনশীল রিজার্ভ অনুপাত (Variable Reserve Ratio) ঃ

প্রতিটি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককে আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে তাদের আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ জমা রাখতে হয়। একেই নগদ রিজার্ভ অনুপাত (Cash Reserve Ratio or CRR) বলা হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই অনুপাতের হ্রাস বৃদ্ধি করতে পারে। রিজার্ভের অনুপাত বৃদ্ধি করলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কাছ থেকে অধিক নগদ অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে গচ্ছিত রাখতে হবে, ফলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণদানের ক্ষমতা সংকুচিত হবে। বিপরীতক্রমে, রিজার্ভের অনুপাত হ্রাস করলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণদানের ক্ষমতা সম্প্রসারিত হবে। এই ভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নগদ জমার অনুপাতের হ্রাস-বৃদ্ধির মাধ্যমে ঋণের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এই পদ্ধতির সুবিধা প্রসঙ্গে বলা যায় যে এর দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক "এক কলমের খোঁচায়" (at a pen's stroke) অর্থাৎ অতি দ্রুত ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি করতে পারে। ব্যাঙ্কিং বিশেষজ্ঞ ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনের মতে স্বল্পোন্নত দেশে বিশেষত ভারতের মত দেশে পরিবর্তনশীল নগদ রিজার্ভ অনুপাত পদ্ধতিটি ঋণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকর হয়।

এই নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলি হল নিম্নরূপ ঃ

(i) ন্যূনতম মার্জিন বা জামিনের ব্যবস্থা ঃ ধান, চাল, গম, পাট, তৈলবীজ ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রীর বিরুদ্ধে ব্যাঙ্কগুলি যে ঋণ প্রদান করে মুদ্রাস্ফীতির সময় তার জন্য উচ্চতর জামিন (Higher Margin) এর ব্যবস্থা করা হয়। মার্জিন উচ্চ ব্যয় হলে ঋণের চাহিদা হ্রাস পায়।

(ii) ভোগকারীর নিয়ন্ত্রণ ঃ মোটরগাড়ি, মোটরবাইক, টি.ভি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন প্রভৃতি স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য 'ভাড়ার ভিত্তিতে ক্রয়' (Higher purchase)-এর জন্য ব্যাঙ্ক যে ঋণপ্রদান করে থাকে তার উপরও নানাধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়।

(iii) বৈষম্যমূলক সুদের হার ঃ বৈষম্যমূলক সুদের হার (Differential rates at interest) প্রবর্তনের মাধ্যমেও অবাঞ্ছিত ক্ষেত্রে ঋণের নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যেখানে ঋণের প্রসারণ প্রয়োজন অর্থাৎ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ক্ষেত্রে সেখানে সুদের হার কম এবং যেখানে ঋণের প্রসারণের প্রয়োজন নেই অর্থাৎ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত নয় এমন ক্ষেত্রে, সেখানে সুদের হার অপেক্ষাকৃত কম রাখা হয়।

(খ) **প্রত্যক্ষ আদেশ (Direct Order) ঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সমগ্র ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার (Banking System) শীর্ষে অবস্থান করে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অধীনে কাজ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এদের নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রত্যক্ষভাবে আদেশ দিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের এই আদেশ-নির্দেশ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি মানতে বাধ্য থাকে।

(গ) **নৈতিক প্রণোদন (Moral Suasion) ঃ** দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায় তার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহকে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানিয়ে তাদের নৈতিকতা বা বিচারবুদ্ধির কাছে আবেদন পাঠাতে পারে। বলাবাহুল্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্গাগুলিও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের এই আবেদনে সাড়া দিয়ে তাকে সহযোগিতা করে।